০৫-০৮-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি বাপদাদা মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা তোমাদের বেহদের সংবাদ শোনান, তোমরা এখন স্বদর্শন চক্রধারী হয়েছো, তোমাদের ৮৪ জন্মকে স্মৃতিতে রাখতে হবে আর সবাইকে এই স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিতে হবে ।"

প্রশ্ন : - শিব বাবার প্রথম সন্তান ব্রহ্মাকে বলা হবে, বিষ্ণুকে নয়, তা কেন ?

উত্তর : - কারণ শিব বাবা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় রচনা করেন । যদি বিষ্ণুকে বাচ্চা বলো, তাহলে তাঁর দ্বারাও সম্প্রদায়ের জন্ম হওয়া উচিত । কিন্তু তাঁর দ্বারা কোনো সম্প্রদায় হয় না। বিষ্ণুকে কেউ মাম্মা বা বাবা বলবে না । তাঁরা যখন লক্ষ্মী - নারায়ণের রূপে মহারাজা আর মহারাণী হন তখন কেবল তাঁদের সন্তানরাই তাঁদের মা - বাবা বলে ডাকবে । ব্রহ্মার থেকেই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের জন্ম হয় ।

গীত : - তুমিই হলে মাতা - পিতা.....

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন । কোনো গুরু - গোঁসাই এমন বলবে না যে বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান । বাবা বাচ্চাদের কি বোঝাবেন ? কোন্ বাবা ? এ তো কেবল তোমরা জানো, সত্যযুগে এমন কেউ বলবে না । যদিও মানুষ 'সাঁই বাবা', 'মেহের বাবা' বলে থাকে কিন্তু সেই মানুষেরা তো কিছুই বুঝতে পারে না, যা তারা বলে । তোমরা জানো যে ইনি হলেন বেহদের বাবা, ইনি বেহদের সংবাদ শোনান । এক হলো হদের সংবাদ আর দ্বিতীয় হলো বেহদের সংবাদ । এই দুনিয়াতে কেউই তা জানে না । বাবা বলেন, আমি তোমাদের বেহদের সংবাদ শোনাই তখন এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে এসে যায় । তোমরা জানো যে, বাবা বরাবর তোমাদের নিজের পরিচয় দিয়েছেন আর এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে চলতে থাকে তা যথার্থ রীতিতে বুঝিয়ে বলেছেন । সেই চক্রের জ্ঞান বুঝে আমরাও অন্যদের বুঝিয়ে বলি । বীজকেই পরমপিতা পরমাত্মা বাবা বলা হয়, আর আমরা আত্মারা হলাম তাঁর সন্তান । বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতেও আছে যে, আমরা অত্মারা হলাম পরমাত্মার সন্তান । পরমপিতা পরমাত্মা পরমধামে থাকেন । তিনিই মূলবতনের সম্বন্ধে তোমাদের বুঝিয়েছেন । কেমনভাবে এই সমস্ত মালা তৈরী হয় তাও বুঝিয়ে বলেছেন । প্রথম - প্রথম বাবা বুঝিয়েছেন, আমি তোমাদের বাবা এবং আমি পরমধামে থাকি । আমাকেই নলেজফুল এবং ব্লিসফুল বলা হয় । আমি এসেই আত্মারা তোমাদের পবিত্রতা এবং সুখ - শান্তির আশীর্বাদী বর্সা দিয়ে থাকি । বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই কথা ঘুরতে থাকে । আমরা প্রকৃতপক্ষে কোথাকার বাসিন্দা । আমাদের, সমস্ত আত্মাদের এই পার্ট বাজাতে হয় । এই পার্টের রহস্য কেউই বুঝতে পারে না, কেবলই বলতে থাকে । আত্মারা পুনর্জন্ম নেয় । আত্মা এতগুলো জন্ম নেয় । কেউ কেউ ৮৪ লাখ জন্মের কথা বলে । আবার কাউকে বোঝালে সে বুঝেও যায় এই ৮৪ জন্মই ঠিক । এই ৮৪ জন্ম কিভাবে নেওয়া হয় তা বুদ্ধিতে থাকা উচিত । বরাবর আমরা সতোপ্রধান ছিলাম, তারপর সতো, রজো, তমোতে এসেছি । এখন আবার এই সঙ্গম যুগে আমরা সতোপ্রধান হচ্ছি । এই কথা অবশ্যই বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা চাই, তবেই তো তোমাদের স্বদর্শন চক্রধারী বলা হবে । এই কথা তো খুবই সহজ, বুড়িরাও বুঝতে পারে যে বরাবর আমরাই ৮৪ জন্ম নিয়েছিলাম , অন্য কোনো ধর্মের মানুষ যা নেয় না । এও বোঝানো হয় যে এখন আমরা ব্রাহ্মণ, এরপরে দেবতা, ক্ষত্রিয় এবং শূদ্র হবো । উঁচুর থেকে উঁচু হলেন শিব বাবা । এও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । এভাবে আমরা

পুনর্জন্ম নিয়ে থাকি । পুনর্জন্মকে তো অবশ্যই মানতে হবে । এখন তোমাদের ৮৪ জন্মের পার্ট স্মৃতিতে এসেছে । বুড়ো মানুষদের পক্ষেও এই কথা বোঝা খুবই সহজ । তোমাদের কোনো বই পড়ার প্রয়োজন হয় না । বাবা বোঝান যে তোমরা ৮৪ জন্ম কিভাবে নাও । তোমরাই দেবী দেবতা ছিলে তারপর ৮ জন্ম সত্যযুগে, ১২ জন্ম ত্রেতায়, ৬৩ জন্ম দ্বাপর আর কলিযুগে নিয়েছো, আর এই একজন্ম হলো সবথেকে উঁচু । তাই সহজেই বুঝতে পারো, তাই না ? কুরুক্ষেত্রের বুড়ো মায়েরাও তো বুঝতে পারছো, তাই না ? কুরুক্ষেত্রের নাম বিখ্যাত । বাস্তবে এ সবই হলো কর্মক্ষেত্র । ওই কুরুক্ষেত্র তো একটা গ্রাম, আর এ হলো সমস্ত কর্ম করার ক্ষেত্র, এখানে এখনো লড়াই ইত্যাদি শুরু হয় নি । তোমরা এই সমস্ত কুরুক্ষেত্রকেই জানো । বসতে তো এক জায়গায়ই হবে ।

বাবা বলেছেন ....এই সমগ্র কর্মক্ষেত্রের ওপর রাবণের রাজত্ব । রাবণকেও এখানেই জ্বালানো হয় । রাবণের জন্মও এখানেই । আবার শিব বাবার জন্মও এখানেই হয় । দেবী - দেবতারাও এখানেই ছিলো । তারপর তারাই প্রথমদিকে বামমার্গে চলে যান । বাবাও এই ভারতেই আসেন । ভারতের অনেক মহিমা । বাবাও ভারতেই বসে বোঝান । বাচ্চারা, তোমরা ৫ হাজার বছর আগে আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের ছিলে, তোমরাই এখানে রাজ্য করতে । তাঁদের মধ্যে প্রথম নম্বরে লক্ষ্মী - নারায়ণ বিশ্বের ওপর রাজত্ব করতো । তাঁদের ৫ হাজার বছর হয়েছে । তাঁদের বিশ্ব মহারাজন আর বিশ্ব মহারাণী বলা হয় । সেখানে কোনো দ্বিতীয় ধর্ম তো থাকে না । তাই যে রাজারাই থাকবে তাঁদের বিশ্বের মহারাজাই বলা হবে, তারপর ইনি অমুক গ্রামের , উঁনি অমুক গ্রামের এমন বলা হয় । তোমরা জানো যে আমরা এই বিশ্বের রাজত্ব নিয়ে থাকি । বাবা বুঝিয়েছেন -- তোমরা যমুনার কিনারে রাজত্ব করতে । তাই বুদ্ধিতে এই কথা স্মরণ রাখা চাই যে চার যুগ এবং চার বর্ণ । পঞ্চম যুগ হলো লিপ্ যুগ, যাকে কেউই জানে না । মুখ্য হলো ব্রাহ্মণ ধর্ম । ব্রহ্মামুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ । ব্রহ্মা কবে এসেছিলেন ? অবশ্যই বাবা যখন এই সৃষ্টি রচনা করবেন তখন ব্রাহ্মণ চাই । এরা হলো ডাইরেক্ট ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী । ব্রহ্মা হলেন শিব বাবার প্রথম বাচ্চা । বিষ্ণুকেও কি বাচ্চা বলা হবে ? না । যদি বাচ্চা হয়, তাহলে তাঁর থেকেও সম্প্রদায়ের জন্ম হতে হয় । কিন্তু তাঁর থেকে তো এই সম্প্রদায়ের জন্ম হয় না । না তাঁদের মাম্মা - বাবা বলা হবে । মহারাজা মহারাণীদের নিজেরই একজন সন্তান হয় । এ হলো কর্মভূমি । পরমপিতা পরমাত্মাকেও এসে কর্ম করতে হয়, না হলে তিনি কি করেন, যারজন্য তাঁর এতো মহিমা করা হয় ।

তোমরা জানো যে, শিব জয়ন্তীরও গায়ন আছে । যদিও শিব পুরাণ লেখা হয়েছে, কিন্তু তার কোনো কথাই বোঝা যায় না । মুখ্য হলো গীতা । তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝে গেছো যে শিব বাবা কেমন করে আসেন । ব্রহ্মাও অবশ্যই চাই । এখন এই ব্রহ্মা কোথা থেকে এসেছে ? সূক্ষ্ম বতনে তো সম্পূর্ণ ব্রহ্মা আছেন । এই বিষয়েই লোক আটকে যায় । ব্রহ্মার কর্তব্য কি ? তিনি সূক্ষ্ম বতনে থেকে কি করেন ? বাবা বোঝান যে যখন ইনি অব্যক্ত রূপে থাকেন তখন এনার দ্বারা আমি জ্ঞান দিয়ে থাকি । এরপর এই জ্ঞান পেয়েই তিনি ফরিস্থা হয়ে যান । এ হলো তাঁর সম্পূর্ণ রূপ । তেমনই মাম্মারও রূপ হয়, তোমাদেরও এমন সম্পূর্ণ রূপ হয়ে যায় । বুড়ি মাতারা কেবল এইটুকুই ধারণ করুক যে, আমরা কিভাবে ৮৪ জন্ম গ্রহণ করি, এমনও বোঝানো হয় যে বাবা এই কর্মক্ষেত্রে অভিনয় করার জন্য পাঠান । মুখে তিনি কিছু বলেন না । এই নাটকও বানানো আছে । এই নাটকের নিয়ম অনুসারে সবাইকে তার নিজের নিজের সময় আসতে হবে । তাই বাবা বসে বোঝান যে সৃষ্টির আদিতে অর্থাৎ প্রথমের দিকে কারা ছিলো আর অন্তেই বা কারা ছিলো । অন্তে সমস্ত সম্প্রদায়ের

অবস্থা জর্জরিভূত হয়ে গেছে । এমন নয় যে প্রলয় হয়ে যাবে আর শ্রীকৃষ্ণ আঙ্গুল চুষতে চুষতে চলে আসবে । বাবা ব্রহ্মার দ্বারা নতুন সম্প্রদায়ের স্থাপনা করেন । পরমপিতা পরমাত্মা এই দৈবী সৃষ্টির রচনা কিভাবে করেন এ তো তোমরা জানো । দুনিয়ার মানুষ তো কৃষ্ণকে ভেবে বসে আছে । তোমরা জানো যে বাবাই হলো পতিত পাবন । তিনি অন্তিম সময়ই আসেন মানুষকে পবিত্র করতে । যারা আগের কল্পে পবিত্র হয়েছিলো, তারাই আসবে । তারা এসে ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী হবে আর পুরুষার্থ করে শিব বাবার থেকে নিজেদের আশীর্বাদী বর্সা নেবে । তিনিই তো রচয়িতা এবং পূর্ণজ্ঞানী । আশীর্বাদী বর্সা বাবার থেকেই পাওয়া যায় । দাদাও (ব্রহ্মা বাবা) তাঁর থেকেই বর্সা পেয়ে থাকেন । তাঁর মহিমারই গায়ন হয় । ত্বমেব মাতাশ্চ পিতা ....বরাবর তিনিই হলেন প্রকৃত সুখ দানকারী । এই কথাও তোমরা জানো । দুনিয়ার লোক তা জানে না । যখন রাবণ রাজ্য শুরু হয় তখনই দুঃখের দিন শুরু হয় । রাবণ তোমাদের অবুঝ বানিয়ে দেয় । বালকের মধ্যে যতক্ষণ বিকারের প্রবেশ না হয় ততক্ষণ তাদের মহাত্মার সমান জ্ঞান করা হয় । যখন সাবালক হয় তখন লৌকিক সম্বন্ধের লোকেরা তাদের দুঃখের পথ বলে দেয় । প্রথম পথই তারা বলে যে তোমাদের বিয়ে করতে হবে । লক্ষ্মী – নারায়ণ বা রাম – সীতা কি বিবাহিত ছিলেন না ? কিন্তু মানুষ জানেই না যে তাঁদের প্রবৃত্তি মার্গ ছিলো । এ হলো অপবিত্র পবিত্র মার্গ । তাঁরা তো পবিত্র স্বর্গের মালিক ছিলেন। আমরা তো পতিত নরকের মালিক । এই খেয়াল বুদ্ধিতেই আসে না । তোমরা ভারতেরই মহিমা কীর্তন করো ....কিন্তু এই কথা কি ভুলে গেছো যে ভারত একদিন স্বর্গ ছিলো, সেখানে আদি সনাতন দেবী – দেবতা ধর্ম ছিলো, পবিত্র ছিলো । তাই তো অপবিত্ররা তাঁদের সামনে মাথা নত করতো । পতিত – পাবন বাবাই পবিত্র দুনিয়ার স্থাপন করেন । বরাবর ভারত পবিত্র ছিলো, এখন তো মুখেই বলে যে আমরা পতিত । কোনো লড়াই ইত্যাদি হলে শান্তির জন্য মানুষ যজ্ঞের রচনা করে । মন্ত্রও জপ করে । কিন্তু শান্তির অর্থই বোঝে না । শান্তি হলো বড় সহজ । গড ফাদার যখন বলো তখন তো বাচ্চা হলে তাই না ? সত্যযুগে তো মুখ বংশাবলী হয় না । কেবল সঙ্গম যুগেই মুখ বংশাবলী হওয়ার কারণে ভাই – বোন বলা হয় । বাবা বলেন, আমি কল্পে কল্পে অর্থাৎ কল্পের সঙ্গম যুগে সাধারণ বৃদ্ধের শরীরে প্রবেশ করি, যাঁর নাম আমিই ব্রহ্মা রাখি । যিনি এই জ্ঞান সম্পূর্ণ ধারণ করে অব্যক্ত সম্পূর্ণ ব্রহ্মা হন । তিনিই হন, অন্য কোনো কথা থাকে না । ব্রাহ্মণরাই দেবতা হন, তারাই আবার চক্র ঘুরে অন্তিমে শূদ্র হন, আবার ব্রহ্মার দ্বারা বাবা ব্রাহ্মণ রচনা করেন । বুড়ি মায়েদের ওপর ব্রাহ্মনীদের পরিশ্রম করতে হবে । আমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছি, এই কথা তো বুঝতে পারবে, তাই না ? বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো । এই যোগ অগ্নির দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে । বাবা সমস্ত আত্মাদের বলেন, আমাকে স্মরণ করো । শিব বাবা বলেন, ভাগ্যবান তারারা....হে শালিগ্রামরা ! তিনি আত্মাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান দেন । আত্মারা শোনে, পরমাত্মা বাবা শোনান ব্রহ্মা মুখ দ্বারা । ব্রহ্মা দ্বারা যখন স্থাপনা হয় তখন তিনি মানুষই হবেন আর বৃদ্ধ মানুষই হবেন । ব্রহ্মাকেও তাই সর্বদা বৃদ্ধ দেখানো হয় । কৃষ্ণকে মানুষ ছোটো মনে করে, ব্রহ্মাকে কখনো ছোটো বাচ্চা বলা হয় না । তাঁর ছোটো রূপও বানানো হয় না । যেমন লক্ষ্মী – নারায়ণের ছোটো রূপ দেখানো হয় না, তেমনই ব্রহ্মারও ছোটো রূপ দেখানো হয় না । বাবা নিজেই বলেন, আমি বৃদ্ধের শরীরে আসি । তাই বাচ্চারা তোমাদেরও আমি এই মন্ত্রই শোনাতে থাকি । শিব বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো । শিব আর ব্রহ্মাকে বাবা বলা হয়, শঙ্করকে কিন্তু কখনো বাবা বলা হয় না । দুনিয়ার মানুষ শিব – শংকরকে মিলিয়ে দিয়েছে । এই কথাও বুদ্ধিতে রাখতে হবে । আত্মাদের বাবা পরমপিতা পরমাত্মা এখন এসেছেন । তাই এমন সোজা সোজা কথা বৃদ্ধা মায়েদের বুঝিনো উচিত ।

বাবা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, আগে তোমাদের কি বানিয়েছিলাম, তখন এতটুকু তো বলো যে, আমরা স্বদর্শন চক্রধারী ছিলাম । বাবাকে আর এই চক্রকে স্মরণ করলে তোমরা রুহানি বিলেতে চলে যাবে । এই জগতের বিলেত তো দূরদেশকে বলে । আমরা আত্মারা সব দূরদেশের অধিবাসী । আমাদের ঘর দেখো কোথায়, সূর্য, চন্দ্রের থেকেও দূরে । যেখানে কোনো দুঃখই থাকে না । এখন তোমাদের আত্মাদের নিজেদের ঘরের কথা স্মরণে এসেছে । আমরা সেখানে অশরীরী অবস্থায় ছিলাম । কোনো শরীর ছিলো না সেখানে । তোমাদের এই খুশী থাকা চাই । এখন আমরা নিজেদের ঘরে ফিরে যাবো । বাবার ঘরই হলো আমাদের আপন ঘর । বাবা বলেছেন -- আমাকে স্মরণ করো আর তোমাদের মুক্তিধামকে স্মরণ করো । সাইন্সের অহংকারী লোকেরা তো পরমাত্মাকে একদমই জানে না । বাবার দয়া আসে তাদের প্রতি যে ওদের কানে কিছুও যদি ঢোকে আর ওরা শিব বাবাকে স্মরণ করে । দেহ - অভিমান যাতে শেষ হয়ে যায়, নর থেকে নারায়ণ হওয়ার এ হলো সত্য কাহিনী । সত্য বাবাকে স্মরণ করলে সত্যখন্ডের মালিক হতে পারবে । এই সত্য বাবাই স্বর্গ স্থাপন করেন । বলা হয় যে অন্য সকলের সাথে বুদ্ধির যোগ ত্যাগ করো । সরকারী চাকরী তোমরা আট ঘন্টার করো, তার থেকেও এ অনেক বড় এবং উঁচু কামাই । যেখানেই যাও বুদ্ধি দিয়ে এই কথাই স্মরণ করতে হবে । তোমরা হলে কর্মযোগী । কতো সহজে বুঝিয়ে বলো ।

বৃদ্ধাদের দেখে আমি খুব খুশী হই কেননা তবুও তারা আমারই সমগোত্রীয় । আমি মালিক হবো আর আমার সমান কেউ না হলে সেও ঠিক নয় । বাবা হলেন অবিনাশী জ্ঞান সার্জন । জ্ঞানের ইনজেকশন সদ্গুরু দিয়েছেন অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশের জন্য । তোমাদের অজ্ঞান দূর হয়ে গেছে । বুদ্ধিতেও জ্ঞান এসে গেছে । সবকিছু তোমরা জেনে গেছো । আচ্ছা ।
মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, স্নেহ এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) উচ্চ কামাই করার জন্য অন্য সকলের সাথে বুদ্ধির যোগ ত্যাগ করে এক বাবার সাথেই জুড়তে হবে । সত্য বাবাকে স্মরণ করে সত্যখন্ডের মালিক হতে হবে ।

২) ব্রহ্মা বাবা যেমন জ্ঞান ধারণ করে সম্পূর্ণ হয়েছিলেন, তেমনই বাবার মতো সম্পূর্ণ হতে হবে ।

বরদান : - রুহানিয়তের (আত্মিক ভাব) দ্বারা বৃত্তি, দৃষ্টি, বচন এবং কর্মকে রাজকীয় বানিয়ে ব্রহ্মা বাবার সমান হও ।

ব্রহ্মা বাবার চাল - চলন, চেহারা এবং বচনে যে রাজকীয়তা দেখা যেত -- তাকে অনুসরণ করো । ব্রহ্মা বাবা যেমন ছোটো - ছোটো কথায় নিজের বুদ্ধি বা সময় দিতেন না । তাঁর মুখ থেকে কখনোই সাধারণ কথা বের হতো না । প্রতিটা কথা যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ ব্যর্থ ভাব মুক্ত অব্যক্ত ভাব এবং ভাবনা সম্পন্ন হতো । সমস্ত আত্মার প্রতি তাঁর বৃত্তি সদা শুভ ভাবনা, শুভ কামনা সম্পন্ন ছিলো, তিনি তাঁর দৃষ্টিতে সকলকেই ফরিস্থা রূপে দেখতেন । তাঁর কর্মের দ্বারা তিনি সর্বদা সুখ দিতেন আর সুখ নিতেনও । এমনই বাবাকে অনুসরণ করলে তবেই বলা হবে ব্রহ্মা বাবার সমান ।

স্লোগান :- পরিশ্রমের পরিবর্তে প্রেমের দোলায় দুলতে থাকাই হলো শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবানের নিদর্শন ।